بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৬ মার্চ ২০২০

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নির্দেশনা দিলেন বিশ্ব মুসলিম নেতা

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বললেন যে, ইসলাম মুসলমানদের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার এবং অপ্রয়োজনীয় শারীরিক স্পর্শ এড়িয়ে চলার শিক্ষা দেয়

করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) এর বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) ভাইরাসটির বিস্তার লাঘবে সহায়তা করতে আহমদী মুসলিমদের স্বাস্থ্য সেবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত সকল ব্যবস্থাপত্র অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

৬ মার্চ ২০২০ লন্ডনের বায়তুল ফুতূহ মসজিদে জুমু'আর খুতবা দিতে গিয়ে হুযূর আকদাস বলেন যে বর্তমান সংক্রমণের সময়ে বড় সমাবেশ এড়িয়ে চলা সমীচীন হবে এবং তিনি আহমদী মুসলিমদের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত যে কোন লক্ষণ থাকলে নামায পড়ার জন্য মসজিদে আসা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"[স্বাস্থ্য সেবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক] ঘোষিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সমূহ পালন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বড় বড় সমাবেশ এড়িয়ে চলা উচিত আর যারা মসজিদে আসছেন তাদের বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত। যদি কারো হালকা জ্বর গা ব্যথা হাঁচি বা অন্য কোনো লক্ষণ থাকে তবে তাদের মসজিদে আসা উচিত নয়। মসজিদে যারা আসেন তাদের উপর মসজিদের একটি অধিকার রয়েছে। এটি মসজিদের হক যে এমন কারো মসজিদে আসা উচিত নয়

যিনি কোন সংক্রামক রোগ দ্বারা মসজিদের অন্য মুসল্লীদের সংক্রমিত করতে পারেন। যারা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত তাদের সতর্কভাবে মসজিদ এড়িয়ে চলা উচিত।"

হুযূর আকদাস আরো পরামর্শ দেন যে আমাদের সবসময়ই পরিছন্নতা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকা উচিত। তিনি বলেন যে, হাত নিয়মিত ধোয়া উচিত এবং ইসলামের শিক্ষা যদি সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয় তবে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার এক অতি উঁচু মান স্থাপন করে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"ডাক্তারগণ পরামর্শ দিচ্ছেন যে হাত নিয়মিত ধোয়া উচিত এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা উচিত। যদি কারো হাত অপরিচ্ছন্ন থাকে, তবে তাদের হাত পরিষ্কার করা পর্যন্ত মুখমণ্ডলের সাথে হাতের স্পর্শ পরিহার করা উচিত। এটি অনুসরণ করা উচিত। তদুপরি মুসলমান হিসেবে যদি কেউ দিনে পাঁচবার নামায পড়েন এবং পাঁচবার ওযু করেন, তিনি নিজেকে যথাযথভাবে দিনে পাঁচবার পরিষ্কার করে থাকবেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি হাত ও নাকের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার পানি প্রবাহিত করে থাকবেন যা ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা সকল সময়ে নিশ্চিত করে এবং এর ফলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার এর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে যার সরবরাহের ঘাটতির বিষয় ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে।"

হুযূর আকদাস বলেন যে ইসলাম এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে যে মসজিদের আদব যেন রক্ষা করা হয় এবং একটি মসজিদের মধ্যে সেই সকল বিষয় এড়িয়ে চলা হয় যা অন্যদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমনকি হুযূর আকদাস বলেন যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন যে এমন কোন কিছু যা দুর্গন্ধযুক্ত তা নিয়ে মসজিদে আসা উচিত নয়।

হুযূর আকদাস আরো বলেন যে, কতক সরকার এবং প্রতিষ্ঠান এখন জনগণকে পরামর্শ দিয়েছে যে তারা যেন একে অপরের সাথে হ্যান্ডশেক পরিহার করে। এর আলোকে হুযূর আকদাস বলেন যে যদিও হাত মিলনের ফলে মানুষে মানুষে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এটি এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

হুযূর আকদাস এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করেন যে একদিকে মুসলমানদেরকে অনেক সময় নারী-পুরুষের মাঝে হাত না মেলানোর জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, আজ সাধারণভাবে অনেকেই একে অপরের সাথে হাত মেলানো এড়িয়ে চলতে পছন্দ করছেন এবং এরূপ বাহ্যিক স্পর্শের মাধ্যমে একে অপরকে স্বাগত জানানোর পশ্চিমা রীতির উপরও প্রশ্ন উঠাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, যখন মুসলমানগণ হ্যান্ডশেক এড়িয়ে চলেন তখন তারা ভদ্রতার সাথে চেষ্টা করেন যেন অপর ব্যক্তির অনুভূতি আহত না হয়, কিন্তু এখন বৃহত্তর পরিসরে মানুষ আকস্মিকভাবে অপরের বাড়িয়ে দেয়া হাতকে অস্বীকার করছে।

হুযূর আহমদী মুসলিমদের এই পৃথিবীর জন্য দোয়া করার তাগিদ দেন এবং বলেন যে বিশ্ববাসীর এটি উপলব্ধি করা উচিত যে তাদের স্রষ্টার দিকে তাদের অবশ্যই ফিরে আসা আবশ্যক।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“আল্লাহ্ তা’লাই ভালো জানেন এ ভাইরাস এর সংক্রমণ কতদূর বিস্তার লাভ করবে। এটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে এ যুগে মসীহ মাওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের পর মহামারী, ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে। এ ভাইরাস যদি খোদাতা’লার অসন্তুষ্টির একটি নিদর্শন হয়ে থাকে তবে এখন অত্যাবশ্যকীয় যে এ ভাইরাসের প্রভাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য খোদাতা’লার দিকে যেন আমরা প্রত্যাবর্তন করি।”